গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে মাঠপর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী -৪

সভাপতি : জনাব মো: হামিদুল হক, পরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
তারিখ : ০২ জুন ২০২২
সময় : দুপুর ১১:০০ ঘটিকা
জুম আইডি : 4016395771
পাসকোড : dpe1234

আলোচ্য বিষয়:

১। মাঠপর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও করণীয় সংক্রান্ত আলোচনা;
২। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা;
৩। বিবিধ।

মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি, প্রধান অতিথি জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ সকল অংশীজনকে নির্ধারিত সময়ে জুম লিংক এ সংযুক্ত হওয়ায় ধন্যবাদ জানান। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক সচেতনতামূলক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দ, উপপরিচালকবৃন্দ, সকল বিভাগের বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ মোট ৫১৫ জন সংযুক্ত হন। পরিচালক (প্রশাসন), শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর আওতায় মাঠপর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে অংশীজনকে অবহিত করেন। তিনি সুশাসন নিশ্চিতকরণে সকল অংশীজনকে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। তিনি শিক্ষকগণের উদ্দেশ্যে জানান যে, একজন শিক্ষার্থীর সাথে একজন শিক্ষকের বন্ধুত্বসুলভ আচরণ শিক্ষার্থীকে তার লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে পারে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে আসার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় আকর্ষণীয় হলে এবং শিক্ষার্থী মনোযোগী হলে পড়াশুনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি তাদেরকে চিত্রাংকন, আবৃত্তি, গান, বইপড়া ও খেলাধুলা ইত্যাদির চর্চা ও শুদ্ধাচার জ্ঞান অব্যাহত রাখতে পরামর্শ দেন। সভাপতি মহোদয় প্রথমেই শিক্ষার্থীদের বক্তব্য এবং ক্রমান্বয়ে সকল অংশীজনের বক্তব্য শোনেন ও মতামত প্রদান করেন।

২। সভায় বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:-

ক্রমিক নম্বর	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	আলোচনা	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
১	কামরুল হাসান, সহকারী শিক্ষক, পাথরঘাটা।	শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে জানান যে, স্টুডেন্টস কাউন্সিল সরেজমিনে দেখেন এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার সন্তোষ প্রকাশ করেন। নির্বাচন কমিশনার এর সাথে কথা বলেন এবং নির্বাচনের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। ভোট সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে। সবাই খুশী, নির্বাচনে কতজন নির্বাচিত করা হবে প্রশ্ন করলে, ১৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ০৭ জন নির্বাচিত হবেন বলে জানান।	শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরিতে স্টুডেন্টস কাউন্সিলকে শক্তিশালী করতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের কাজ করার জন্য সুযোগ দিতে হবে। অভিনন্দন জানানো হয়। বাস্তবায়ন: সকল শিক্ষক/এস এম সি সভাপতি/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
২	স্নিগ্ধা দে, সহকারী শিক্ষক, শেরপুর	শিক্ষিকা তাঁর বক্তব্যে জানান যে, উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বাচন হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে র‍্যাব, পুলিশ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। স্যার সরেজমিনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হওয়ায় তাদের মধ্যে	শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরিতে স্টুডেন্টস কাউন্সিলকে শক্তিশালী করতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের কাজ করার জন্য সুযোগ

		গণতান্ত্রিক মনোভাব, নৈতিকতা তৈরি হবে এবং সকলের মতামতকে প্রধান্য দিতে হবে।	দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই কার্যক্রমে অভিনন্দন জানানো হয়। বাস্তবায়ন: সকল শিক্ষক/এস এম সি সভাপতি/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
৩	উজ্জল রায়, সহকারী শিক্ষক,, রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,	তিনি এ বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রস্তাবনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। অনুমোদন হলে ১ মাসের মধ্যে পরিপত্র জারী করা হবে। প্রতি ক্লাসে টেস্ট নেওয়া হয়, বোর্ডে প্রশ্ন লেখা হয়। অভিভাবকগণের নিকট পাঠানো হয়। ১ মাসে এটা পর্যবেক্ষণ করে অভিভাবকদের সভায় আলোচনা করা হবে। সকল বিষয়ে শ্রেণি মূল্যায়ন করতে হবে। শ্রেণি মূল্যায়ন করতে পারলে শিখার মান বাড়বে।	শিক্ষার্থীদের শ্রেনিভিত্তিক অধ্যায় শেষে মূল্যায়ন করতে হবে। শ্রেণি মূল্যায়ন শেষে এক মাস পরপর অভিভাবকগণের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করতে হবে। বিদ্যালয়ে অফিস সহকর্মী নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। বাস্তবায়ন: শিক্ষক/কর্মকর্তা/প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
৪	কাজী সুদীপ্তা জামান, প্রধান শিক্ষক, মাগুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,	তিনি জানান যে, বিদ্যালয়ে শুদ্ধাচার চর্চা করা প্রয়োজন। পাঠ্য বইয়ের পিছনে নীতি বাক্যগুলো শ্রেণিকক্ষে আলাদা করে লিখে দেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে শ্রেণিতে বলে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী দেয়ালিকা দেখান।	শিক্ষার্থীদের নীতি বাক্য মুখস্ত করালেই হবে না এটা বাস্তবতার নিরিখে বুঝাতে হবে। এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মে সেটা অনুধাবন করাতে হবে। বাস্তবায়ন: শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
৫	নাছির উদ্দিন, এস এম সি সভাপতি, পটিয়া, চট্রগ্রাম	তিনি জানান যে, ২০০০০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা দান করেছেন। বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষাপোকরণ, ভবন নির্মাণ, উপবৃত্তি, খেলার সামগ্রী সরবরাহের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।	সংশ্লিষ্ট সভাপতিকে ধন্যবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়ন: সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।
৬	উত্তম চক্রবর্ত্তী, সভাপতি, হাটিকুলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর।	তিনি জানান যে, শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে সপ্তাহে যদি একদিন মূল্যায়ন করেন তবেই বিদ্যালয়ে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।	শিক্ষার্থীদের নীতি বাক্য মুখস্ত করালেই হবে না এটা বাস্তবতার নিরিখে বুঝাতে হবে। এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মে সেটা অনুধাবন করাতে হবে। বাস্তবায়ন: শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
৭	এস এম শায়েস্তা তালুকদার, এস এম সি সভাপতি, মেদেনী মহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিলেট সদর, সিলেট	তিনি জানান যে, কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। যেহেতু কোভিড-১৯ এর কারণে কাজ করতে পারেনি তাই কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির করার জন্য আবেদন জানান।	নীতিমালা মোতাবেক কমিটির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়ন: শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
৮	সৈয়দ আতিকুর রহমান, ১৫নং বানিয়া বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর পৌরসভা, জামালপুর।	তিনি জানান যে, নতুন ভবন নির্মাণ করা দরকার রাস্তা সংলগ্ন হওয়ায় বাউন্ডারী ওয়াল প্রয়োজন। জমির কাগজপত্র হালনাগাদ করতে হবে।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়ন: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ।

৯	নালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লোহাপাড়া, নড়াইল	তিনি জানান যে, সকল বিদ্যালয়কে ০১ শিফটে নেয়া হবে। ৫০০০ নলকুপের মধ্য থেকে তাঁর বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮২ জন। পড়াশুনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। সে অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ তৈরি করতে হবে।	বাস্তবায়ন: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ।
১০	গোলাম ফারুক, প্রধান শিক্ষক, মজিবনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেহেরপুর	শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে জানান যে, স্টুডেন্টস কাউন্সিল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে। বিদ্যালয় ভবন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভবন নির্মাণে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের বেস্ট প্রাকটিসগুলো বিদ্যালয় পর্যায়ে চালু করা হবে।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়ন: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ।
১১	মাহমুদা খাতুন, ব্রাজাপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরিশাল	তিনি জানান যে, কাব দলের সহায়তায় নির্বাচন হচ্ছে। শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবনের স্বল্পতা রয়েছে। বিদ্যালয়ে ৭০০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রধান শিক্ষক আন্তরিক হলে সেই বিদ্যালয়ই শ্রেষ্ঠ হয়।	শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরিতে স্টুডেন্টস কাউন্সিলকে শক্তিশালী করতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের কাজ করার জন্য সুযোগ দিতে হবে। বাস্তবায়ন: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ।
১২	উপপরিচালক, বরিশাল	শিক্ষকদের চলাফেরা কথা বার্তায় সতকর্তা অবলম্বন করতে বলেন, কারণ শিক্ষার্থীরা অনুকরণ প্রিয়।	বিষয়টি সকল শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি চাকুরীর বিধানাবলী মোতাবেক সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে। বাস্তবায়ন: শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।
১৩	মো: আ: মতিন, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ভবন সমস্যা রয়েছে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণ উপজেলা।	সুপার কুমিল্লা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়ন: সুপার কুমিল্লা ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৪	সাইফুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সোনাগাজী, ফেনী	তিনি জানান যে, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের ল্যাপটপ প্রয়োজন, ট্যাব দিয়ে কাজ করা অনেক সমস্যা। মহাপরিচালক মহোদয় বলেছেন শুধু সহকারী শিক্ষা অফিসারদেরকে নয় অদুর ভবিষ্যতে শিক্ষকদের হাতেও ল্যাপটপ দেওয়া হবে। ডিজিটাল যুগের সাথে সকলকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।	এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিচালক (প্রশাসন) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পরিচালনার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি যতটুকু সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস, মাস্ক পরিধান, হাত ধোঁয়া, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে শিখন-শেখানো অব্যাহত রাখতে শিক্ষকগণকে পরামর্শ প্রদান করেন। কোন শিক্ষার্থীর জ্বর/অসুস্থ হলে তাকে আলাদা রাখা/ছুটিতে রাখা এবং স্কুলে আসছে না এমন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকদের সহযোগিতা করার অনুরোধ করেন। হোম ভিজিট ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে শিক্ষকগণকে পরামর্শ প্রদান করেন। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের বিদ্যালয় ভিজিট বৃদ্ধি এবং মনিটরিং জোরদার করে অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা এবং শিখন ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

মহাপরিচালক (প্রধান অতিথি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সুন্দরভাবে স্টুডেন্টস কাউন্সিল হওয়ায় ধন্যবাদ জানান। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতৃত্ব সহনশীলতা, পারস্পরিক সহানুভূতি গড়ে উঠতে তিনি বিদ্যালয়ের এস এম সি সভাপতিদের সহযোগীতা করায় ধন্যবাদ

জ্ঞাপন করেন। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জমির কাগজপত্র হালনাগাদ করতে বলেন। ১০,০০০ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ হবে তার মধ্যে অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় অগ্রাধিকার থাকবে মর্মে জানান। বিদ্যালয় পর্যায়ে নীতি নৈতিকতা শেখানোর উপর জোর দিতে হবে। নীতি নৈতিকতা বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শেখানো হলে সমাজ থেকে দুর্নীতি ও কালোবাজারী দূর করা সম্ভব হবে। আজকের এই কালোবাজারীরাই একসময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। এটা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে নীতি নৈতিকতা শেখানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। তিনি জানান ৫৫ হাজার স্কুল ০২ শিফটে চলে। ১৭০০০ হাজার বিদ্যালয়ে তিনটি করে শ্রেণি কক্ষ রয়েছে। আগামী ০৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে অবকাঠামো সমস্যা দূর করে এক শিফটের বিদ্যালয় ব্যবস্থা চালু করা হবে। একই সাথে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশে ৬৫৫৬০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ১,৪০,০০০,০০ হাজার পরিবারকে সেবা দেয়া আমাদের দায়িত্ব। এক একজনের সমস্যা একেক ধরনের হতে পারে সেগুলি দ্রুত সমাধান করে দিতে হবে। ৪৫,০০০ হাজার বিদ্যালয়ে WiFi সংযোগ দেয়া হয়েছে যাতে তারা সহজেই মেইল/তথ্য প্রেরণ করতে পারেন। বিদ্যালয়ে বিল্ডিং ও সেনিটেশন ব্যবস্থা যেখানে নেই সেখানে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি প্রধান অতিথিসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

02.6.2022

মো: হামিদুল হক
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ০২-৫৫৭৪৮২৯
ই-মেইল: diradmindpe@gmail.com

স্মারক নং- ৩৮.০১.০০০০.১০৭.০৫.০৩.২১ (পার্ট-২)-১৬০

তারিখ: ১৯ জৈষ্ঠ্য, ১৪২৯ / ০২ জুন , ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা,ঢাকা/ রাজশাহী /খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ চট্রগ্রাম/ময়মনসিংহ বিভাগ/ সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার বক্সে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
৩। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক পিডিইপি-৪ এর ব্যক্তিগত সহকারী, (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। অফিস কপি।

2/6/2022

মো: বাহারুল ইসলাম
উপপরিচালক (সংস্থাপন)